সমকাল

তারিখ ... 11 SEP 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

সংসদে প্রধানমন্ত্রী

শিক্ষার্থীরা নয় ভ্যাট দেবে বিশ্ববিদ্যালয়

■ সমকাল প্রতিবেদক

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ভ্যাট আরোপের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সংসদে বলেছেন, এই ভ্যাট শিক্ষার্থীরা নয়, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকে দিতে হবে। এ সময় বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর শিক্ষার মান নিয়েও প্রশ্ন তোলেন প্রধানমন্ত্রী।

গতকাল বৃহস্পতিবার সংসদের দশম জাতীয় সংসদের সপ্তম অধিবেশনের সমাপনী ভাষণে শেখ হাসিনা এসব কথা বলেন। এর আগে এনবিআর এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে জানায়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেই ভ্যাট দিতে হবে। অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিতও অনুরূপ বক্তব্য দেন।

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভ্যাট আরোপের প্রতিবাদে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন প্রসঙ্গে অসন্তোষ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভ্যাট তো শিক্ষার্থীদের দিতে হবে না। এটা দেবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। এটা তারা মেনেও নিয়েছেন। আর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো কিছু শর্ত মেনে নিয়েই অনুমতি নিয়েছে। কিন্তু এখন দেখি একটি বিল্ডিংয়েই ২-৩টি বিশ্ববিদ্যালয়! এগুলো বিশ্ববিদ্যালয় হয় কীভাবে? আর বাংলাদেশে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা যত কম খরচে পড়াশোনা করতে পারছে, বিশ্বের কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে এত কম খরচে কেউ পড়াশোনা করতে পারে না। কিন্তু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে এ ক্ষেত্রে কোনো স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নেই। আমরা প্রতি জেলায় একটি করে সরকারি কিংবা বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নিয়েছি

এনবিআরের বিজ্ঞপ্তি

গতকাল বৃহস্পতিবার জাতীয় রাজস্ব বোর্ড (এনবিআর) এক বিজ্ঞপ্তিতে জানায়, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষার্থীদের মূল্য সংযোজন কর (ভ্যাট) দিতে হবে না। এসব প্রতিষ্ঠানকেই ভ্যাট পরিশোধ করতে হবে।

গতকাল 'নো ভ্যাট অন এডুকেশন' ব্যানারে রাজধানীর ১০টি গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টে অবস্থান নিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

শিক্ষার্থীরা নয়, ভ্যাট দেবে

[প্রথম পৃষ্ঠার পর]

শিক্ষার্থীরা বিক্ষোভ করে। সকাল সাড়ে ১০টার দিকে রামপুরা, ধানমণ্ডি, গুলশান ও বসুন্ধরার ফটকে বিক্ষোভ শুরু হলে নগরজুড়ে ভোগান্তি হয়। পুরোপুরি স্থবির হয়ে পড়ে রাজধানী ঢাকা।

এদিকে ভ্যাটের অর্থ শিক্ষার্থীদের পরিশোধ করতে হবে না বলে এনবিআরের ঘোষণার পরও আন্দোলন চালিয়ে নেওয়ার ঘোষণা দিয়েছে শিক্ষার্থীদের একাংশ। তবে আরেকটি পক্ষ দিনভর বিক্ষোভের পর এনবিআরের ঘোষণায় আশ্বস্ত হয়ে আন্দোলন থেকে ফিরে যাওয়ার ঘোষণাও দিয়েছে। আন্দোলন-কর্মসূচি নিয়ে তাদের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়।

এ পরিস্থিতিতে বিকেলে এনবিআর জানায়, ভ্যাট পরিশোধের দায়িত্ব বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। নতুন করে শিক্ষার্থীদের ওপর কোনো ভ্যাট আরোপ করেনি সরকার। একই সঙ্গে সরকারের পক্ষ থেকে মোবাইল ফোনের মাধ্যমে এনবিআরের বিজ্ঞপ্তিটি সবাইকে এসএমএস করেও জানানো হয়।

এনবিআর জানায়, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আদায় করার জন্য নতুন করে ভ্যাট আরোপ করা হয়নি। বিদ্যমান টিউশন ফির মধ্যে ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ভ্যাট বাবদ অর্থ পরিশোধ করার দায়িত্ব সম্পূর্ণভাবে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। কোনোক্রমেই শিক্ষার্থীদের নয়। বিদ্যমান টিউশন ফির মধ্যে ভ্যাট অন্তর্ভুক্ত থাকায় টিউশন ফি বাড়ার কোনো সুযোগ নেই বলে জানিয়েছে এনবিআর।

শিক্ষার্থীদের আশঙ্কা, এনবিআর নির্দেশ দিলেও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মূলত তাদের কাছ থেকেই বাড়তি অর্থ আদায় করে নেবে। এতে প্রকারান্তে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ওপরই করের বোঝা এসে পড়বে। ভ্যাট আরোপ করার ফলে এরই মধ্যে দেশের অনেক বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের কাছ থেকে আগের চেয়ে বেশি টিউশন ফি আদায় করছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

চলতি অর্থবছরের (২০১৫-১৬) বাজেটে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল এবং ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের শিক্ষার্থীদের টিউশন ফির ওপর সাড়ে সাত শতাংশ হারে ভ্যাট আরোপ করে সরকার। ১ জুলাই থেকে তা কার্যকর হয়েছে।

শিক্ষাবিদ ও ভ্যাট বিশেষজ্ঞরা বলেছেন, শিক্ষা মৌলিক অধিকার। এটা কোনো পণ্য ও সেবা নয়। শিক্ষায় ভ্যাট বসানো ঠিক হয়নি। উচ্চশিক্ষায় ভ্যাট আরোপ অযৌক্তিক বলেও মনে করেন তারা।

এদিকে, গতকাল সিলেটে অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত আবারও বলেছেন, এ ভ্যাট প্রত্যাহার করা হবে না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলো টিউশন ফিও বাড়াতে পারবে না বলে জানিয়ে দেন তিনি। এদিকে, ভ্যাট প্রত্যাহারের দাবিতে রাজধানী ঢাকা ও চট্টগ্রামে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের বিক্ষোভ কর্মসূচির পর এনবিআরের এক জরুরি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। এনবিআর চেয়ারম্যান নজিবুর রহমানের সভাপতিত্বে বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হয়। নির্ভরযোগ্য সূত্রে জানা গেছে, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ভ্যাট প্রত্যাহারের বিষয়টি পর্যালোচনা করা হচ্ছে। অর্থমন্ত্রী ঢাকায় ফেরার পর ভ্যাট কর্মকর্তারা বৈঠক করবেন। তারপর সিদ্ধান্ত হতে পারে।

বেসরকারি গবেষণা সংস্থা পিআরআইর নির্বাহী পরিচালক ও আন্তর্জাতিক মুদ্রা তহবিলের সাবেক কর্মকর্তা ড. আহসান এইচ মনসুর সমকালকে বলেন, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভ্যাট আরোপের বিধান বৈষম্যমূলক ও অযৌক্তিক। কেননা, এখানে সচ্ছল পরিবারের পাশাপাশি অনেক অসচ্ছল পরিবারের শিক্ষার্থীও লেখাপড়া করছেন। তা ছাড়া শিক্ষা মৌলিক অধিকার। শিক্ষা, স্বাস্থ্যের মতো মৌলিক বিষয়ের ওপর কর আরোপ করা যায় না। সরকারের উচিত হবে এ সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করা।

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. এ কে আজাদ চৌধুরী বলেন, 'দেশের ৮৬টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে সর্বোচ্চ ১৫ থেকে ২০টি উচ্চহারে টিউশন ফি আদায় করে। বাকি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর টিউশন ফি তত বেশি নয়। এর প্রধান কারণ, এসব বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিকাংশই নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তানরা লেখাপড়া করেন। শতকরা সাড়ে সাত ভাগ হারে ভ্যাট আরোপ করা হলে তা শিক্ষার্থীর অভিভাবকদের ওপরই বর্তাবে। এতে উচ্চশিক্ষা সংকুচিত হতে পারে।'

অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য : গতকাল সিলেট সার্কিট হাউসে আবুল মাল আবদুল মুহিত সাংবাদিকদের বলেন, 'বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিত্তশালী পরিবারের। তাদের ভ্যাট দেওয়ার সামর্থ্য আছে। দেশের ২৮টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের তথ্য নিয়ে তিনি দেখেছেন, এসব প্রতিষ্ঠানে যেসব ছেলেমেয়ে পড়াশোনা করে তাদের প্রতিদিন এক হাজার টাকা খরচ হয়।

এ প্রসঙ্গ উল্লেখ করে তিনি বলেন, যাদের এক হাজার টাকা খরচ করার সামর্থ্য আছে, অল্প হারে ভ্যাট দিতে কোনো অসুবিধা হবে না তাদের। কাজেই ভ্যাট প্রত্যাহার করা হবে না।

ফেসবুক পেজে যা বলা হয়েছে : আন্দোলনকারীদের ফেসবুক পেজে বলা হয়, 'কোনো শিক্ষার্থীকে ভ্যাট দিতে হবে না– সরকারের এমন ঘোষণা থেকে সাবধান। এমন বিজ্ঞপ্তি দিয়ে এনবিআর মানুষকে বোকা বানাতে চাচ্ছে। ভ্যাট কে দিল সেটা এখানে ফ্যাক্টর নয়। শিক্ষা খাতকে ভ্যাটের বাইরে রাখতে হবে। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে সরকারের কোনো বিনিয়োগ নেই।'

এদিকে শিক্ষার্থীদের ওপর বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর ভ্যাট আরোপ নিয়ে চুপ থাকায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইট হ্যাক করেছে সাইবার-৭১ নামে একটি হ্যাকার গ্রুপ।